সনাতনধর্ম্ম

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রবিশারদ

মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীহট্ট বাণী প্রেস। শ্রীহট্ট

নিবেদন

এই পুস্তিকার 'ব্রাহ্মণ কে' ও 'বৈষ্ণব', এই দুই প্রবন্ধ ভিন্ন সমস্ত প্রবন্ধই শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' পত্রিকায় শ্রীগঙ্গাশরণ শর্ম্মার শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধ লেখায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'জাতিভেদ', 'চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ', 'জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার', শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় মহাশয়ের 'Caste System' এবং পণ্ডিত R. Shyam Shastri মহাশয়ের 'Evolution of Castes' নামক গ্রন্থসমূহ হ'তে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য নিয়েছি, এজন্য উক্ত গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চিরঋণী।

শ্রীহট্ট
অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

বিনীত
শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা—১, পংক্তি—৮	
হয়তঃ	হয়ত
পৃঃ—২, পং—৮	
চতুর্য্ুগখণ্ড	চতুর্থখণ্ড
পৃঃ—৩, পং—শেষ	
হরিবংশ, ২৯ অঃ	হরিবংশ, ৩২ ও ২৯ অঃ
পৃঃ—৯, পং—২৬	
মাৎসর্য্যং, তিতীক্ষা	হমাৎসর্য্যং, তিতিক্ষা
পৃঃ—১৮, পং—৫	
কুব্বন্তীতি	কুর্ব্বন্তীতি
পৃঃ—১৮, পং—১৪	
হুঙ্কারাদির	হুঙ্কারাদিভির
পৃঃ—১৯, পং—২৮	
শমদমাদিসম্পন্ন, মুক্তলক্ষণ	শমদমাদি লক্ষণযুক্ত
পৃঃ—২০, পং ১৭	
মুদকস্পর্শন	মুদকোপস্পর্শন
পৃঃ—৩২, পং—১১	
যসেতি	যস্যেতি
পৃঃ—৩২, পং—১২	
বিনির্দ্দিশ্যেৎ	বিনির্দ্দিশেৎ

২ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তির পর—"হরিবংশ ৩২ অঃ। ভাগবত—৯ স্কন্ধ, ২০ অঃ" —এই পংক্তি যোগ হবে।

২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায়—"স্কন্দপুরাণ— ব্রহ্মখণ্ডে, ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ৬ অধ্যায়"—এই পংক্তি যোগ হবে।

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধসমষ্টির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—সনাতনধর্ম্ম। এই সনাতনধর্ম্ম আজকের প্রচলিত নবীন সনাতনধর্ম্ম নয়,—এ তার বিপরীত। বৈদিকযুগ হ'তে আরম্ভ করে' মাত্র কয়েকশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে ধর্ম্ম অনুসরণ করে' এসেছেন—সেই ধর্ম্মের বিষয়ই এখানে লিখিত হয়েছে। এ আজ আমাদের কাছে নূতন মনে হ'তে পারে—কিন্তু বহুকাল না-দেখা পরমাত্মীয়ের মত নূতন বা অপরিচিত মনে হ'লেও এ-ই আমাদেব নিতান্ত আপনাব।

অদৃষ্টেব এমনি পরিহাস, যাঁরা এই ধর্ম্ম অনুসরণ করেন না, বা করতে চান না—তাঁরাই আজ সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বা সনাতনী বলে' পরিচিত। যাঁরা এই ধর্ম্ম অনুসবণ করেন বা করতে চান—সনাতনধর্ম্মের সনাতনসমাজে তাঁদের স্থান নাই।

সনাতনধর্ম্ম যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই বেদে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব নাই। বৈদিকযুগেব পব ধীরে ধীরে এই প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে। *

*প্রসিদ্ধ পণ্ডিত R. Shyam Shastri তাঁর Evolution of Castes নামক গ্রন্থে লিখেছেন :—

"Vedic India like Europe knew no such things as castes. This is really a bold statement to make before the orthodoxy of India, who following the Smritees of the Buddhistic period, attribute the origin of castes to the Creator himself, and quote the famous lines of the 'Purusha Sukta' hymn in support of their assertion. Still nothing in the history of India can be truer than the absence of castes during the Vedic period. The passage that appears to refer the

বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগ (class) ছিল। পরবর্ত্তী যুগে ঐ শ্রেণীবিভাগ জাতিবিভাগে পরিণত হয়। কিন্তু সেই জাতিবিভাগও বর্ত্তমান জাতিভেদের মত ছিল না। তখনও ব্রাহ্মণাদি চার জাতির মধ্যে আহার ও বিবাহাদি চল্‌তো—তবে ক্রমেই সেই নিয়ম সঙ্কুচিত হ'তে থাকে। জাতিবিভাগ প্রচলিত হওয়ার প্রথম দিকে, অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান পিতার জাতি পেতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ব্যবস্থা লোপ পায়—এবং স্মৃতির বিধানানুযায়ী সে সব সন্তান পিতৃমাতৃ জাতি ভিন্ন তৃতীয় অন্য এক জাতিতে পরিণত হ'তে থাকে। এই সব মিশ্রিত জাতির মধ্যেও আবার অসবর্ণ বিবাহ চলে। সুতরাং জাতির সংখ্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এই জাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজও শতধা বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে। *

---

* আদিম, বিধর্ম্মী ও বিদেশীয় জাতির হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশও হিন্দুর জাতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

immemorial origin of castes in the 'Purusha Sukta' can be explained—nay must necessarily be explained as a metaphorical statement showing the relative superiority of classes to one another."

বৈদিক্ ভারত বর্ত্তমান ইউরোপের মত, জাতিভেদ প্রথা জান্‌তো না। যারা বৌদ্ধযুগের রচিত স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ করে' বলেন, "স্বয়ং ভগবান জাতিভেদ সৃষ্টি করেছেন", এবং এই মত সমর্থনের জন্য যাঁরা বেদের পুরুষসূক্তের প্রসিদ্ধ পংক্তি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন—সেই গোঁড়া হিন্দুদের সম্মুখে এইরূপ উক্তি সত্যই সাহসের পরিচায়ক। তথাপি—"বৈদিকযুগে জাতিভেদের অস্তিত্ব ছিল না"—এই সত্যের চেয়ে অধিকতর সত্য ভারতের ইতিহাসে আর কিছু হ'তে পারে না।

যে পুরুষ সূক্ত দেখে' কল্পনা করা হয় যে, স্মরণাতীতকাল হ'তে জাতিভেদ প্রথা চলে' আসছে—সেই পুরুষ সূক্তকে রূপকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে' পারে—শুধু তাই নয়, রূপকভাবেই তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর (classএর) এক হ'তে অন্যের শ্রেষ্ঠতা এই রূপকের মধ্যে দেখান হয়েছে।

এই শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে হ'লে পুনরায় সেই বৈদিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী ব্রাহ্মণাদি বিভাগ থাকবে—কিন্তু জাতি থাকবে না।

ব্রাহ্মণ সন্তানের ব্রাহ্মণ হবার কিংবা শূদ্র সন্তানের শূদ্র হবার, সম্ভাবনা বেশী—এ কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে' ব্রাহ্মণের সন্তান হ'লেই ব্রাহ্মণ হবে এবং শূদ্রের সন্তান হ'লেই শূদ্র হবে—এমন কোন স্থিরতা নাই। বরং এত সম্ভাবনা ও সুযোগ সত্ত্বেও যে-ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হ'তে পারে না—তার অযোগ্যতা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হয়। তাকে অব্রাহ্মণ গণ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জন্ম ও পরিবেষ্টনীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে শূদ্রসন্তানের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ফুটে উঠে—তার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই—তাকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এইরূপই হোতো—এরই নাম গুণগত বিভাগ। * এই গুণগত বিভাগে গুণীদের আপত্তি থাকতে পারে না, বরং আগ্রহই থাকবার কথা।

এখন প্রশ্ন এই, গুণগত বিভাগে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে।

বিবাহ সমশ্রেণীর মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গুণগত বিভাগে আন্তর্জ্জাতিক (inter caste) বিবাহের প্রশ্নই উঠে না।

ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মূল্যবান সময় পাকাদি সাধারণ কর্ম্মে নষ্ট করা উচিত নয়—তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং শূদ্রকে দিয়েই পাকাদি কর্ম্ম

---

* সত্ত্বগুণপ্রধান—স্বভাবতঃ অহিংস, আত্মত্যাগী, পরার্থপর, তত্ত্বজ্ঞানী, ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ।

সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রধান—স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল, শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান—দেশরক্ষা ও প্রজাপালনে দক্ষ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়।

রজ ও তমোগুণপ্রধান—স্বভাবতঃ বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে নিপুণ ব্যক্তি বৈশ্য।

তমোগুণপ্রধান—পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহবর্জ্জিত—স্বভাবতঃ দাসমনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি শূদ্র।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের লক্ষণ ও কর্ম্ম, সমাজের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেই বিভিন্নতার মধ্যেও মূলতঃ ঐক্য আছে।

করানো কর্ত্তব্য। নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে', শুদ্ধাচার শিক্ষা দিয়ে শূদ্রের দ্বারাই অন্নাদি আহার্য্য প্রস্তুত করাতে হবে। শূদ্রের গৃহে পারতপক্ষে অন্ন-গ্রহণ না করাই প্রশস্ত। তবে বিশ্বস্ত অর্থাৎ বিশেষ জানা শোনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শূদ্রের গৃহেও পৃথক পাত্রে, নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করা যেতে পারে। সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাই তাই।

অন্ন গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজকাল দু'দল লোক, দু'রকম পন্থা অবলম্বন করেছেন—একদল বাছ বিচার করতে করতে এমন চূড়োন্ত অবস্থায় পৌঁছেচেন যে নিজ ধর্ম্মপত্নীর পাক করা অন্নও তাঁরা গ্রহণ কবতে পারেন না। একেই তাঁরা পরম পবিত্রতা মনে করেন। আবার অন্য দল, এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, পরমহংসের মত নির্ব্বিচারে, যেখানে সেখানে, যার তার হাতে, খেতে আরম্ভ করেছেন। তাকেই তাঁরা উদারতা মনে করেন।

পবিত্রতা ও উদারতার এই নবাবিষ্কৃত সহজ পন্থা পরিত্যাগ করে', আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসৃত প্রাচীন সনাতন পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। তাতেই আমাদের মঙ্গল।

এই খাওয়া দাওয়া, ছোঁয়াছুঁয়ি বিষয়ে মতের অমিল হওয়ায়, আমাদেব মধ্যে আজ কলহ বিদ্বেষ সুরু হয়েছে। সেই কলহ বিদ্বেষ ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। তার জন্য পরমাত্মীয় পর্য্যন্ত পর হয়ে যাচ্ছে।

বাহিরের নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমাদের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন। আজকের দিনেও যদি এই আত্মঘাতী কলহ বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করি, তবে শুম্ভ নিশুম্ভের মতই আমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করবো।

সনাতনধর্ম্মের নির্দ্দেশ কি—তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে সত্য; কিন্তু এই মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা সকলেই একথা মানি যে—সনাতনধর্ম্মের ভিত্তি প্রেম ও মৈত্রীর উপর। এই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রেম ও মৈত্রীর শিক্ষা যদি আমরা আমাদের জীবনে পালন করি—তবে শত মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয় বলেই গণ্য করবো। তখন প্রিয়জন পরিবৃত পরিবারের মত সমাজে সদ্ভাবে বাস করা সম্ভব হবে।

সনাতনধর্ম্ম

জাতিভেদ

সনাতনীরা বলেন—জাতিভেদ জন্মগত বা বংশগত বিভাগ। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুলে বৈশ্য ও শূদ্রকুলে জন্মালে শূদ্র হয়। এ জন্মে তার আর পরিবর্ত্তন হয় না।

তাঁদের প্রশ্ন করি—এ জন্মে যদি তার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ব্রাহ্মণাদি মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মে গেলে' তাদের ব্রাহ্মণাদি বলে' স্বীকার করেন না কেন?

তাঁরা এর কি উত্তর দিবেন জানি না, তবে এ জন্মে যে জাতি পরিবর্ত্তন হয়, এটা তাঁদের কতক পরিমাণে স্বীকার করতে হবে।

তাঁরা সম্ভবতঃ বলবেন—হ্যাঁ, এইভাবে ব্রাহ্মণাদির জাতি যায় ঠিক।—তবে অব্রাহ্মণ কখনো ব্রাহ্মণ হতে' পারে না।

তাঁদের এ মতও ভ্রান্ত। প্রাচীনকালে একই জীবনে বহু অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয়েছে, একই কুলে, একই ব্যক্তির সন্তান ব্রাহ্মণ ও শূদ্র হয়েছে।

আমাদের সনাতন শাস্ত্রেই তার প্রমাণ আছে; মহাভারত বলেছেন—

তত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাতপাঃ।

মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

আর্ষ্টিষেণ, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও একই জীবনে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

হরিবংশ, ১১শ অধ্যায়।

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হয়েও একই জীবনে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

মিশ্রদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেনৈব শাসিতাঃ

সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ॥

ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ, চতুর্যুগ খণ্ড, ২০ অধ্যায়।

মিশ্রদেশের ম্লেচ্ছগণ শূদ্র হ'ল এবং শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হ'ল।

একই জীবনে ম্লেচ্ছগণ শূদ্র ও ব্রাহ্মণ হ'ল॥

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ, তস্যাপি মেধাতিথিঃ।

যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় কণ্ব; তাঁর পুত্র মেধাতিথি। সেই মেধাতিথির বংশ হতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হল।

গর্গাৎ শিনিঃ, ততো গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ।

ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়। ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি। সেই শিনির বংশে ব্রাহ্মণ জন্মাল। সেই ব্রাহ্মণেরাই গার্গ্য ব্রাহ্মণ বলে' পরিচিত।

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা

দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়। ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় মুদ্গল থেকে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ

পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়। বিষ্ণু, ৪র্থ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্যের পুত্র দুরিতক্ষয়। তাঁর তিন পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ
মৃগীজোথর্ষশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথালুক্যাঃ সুতোভবৎ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে।
মাণ্ডব্যোমুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ
বহবোন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রযোনয়ঃ॥

ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব—৪২ অধ্যায়।

পরাশর চণ্ডালীর গর্ভে, তৎপুত্র ব্যাসদেব জেলেনীর গর্ভে, তৎপুত্র শুকদেব ম্লেচ্ছা রমণী শুকীর গর্ভে, কণাদ অনার্য্যা রমণী উলুকীর গর্ভে, মন্দপাল নাবিক রমণীর গর্ভে জ'ন্মেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

কক্ষীবচ্চক্ষুষৌ তস্যাং শূদ্রযোন্যামৃষির্বশী
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রাবেতৌ মহৌজসৌ। ৭০।
ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতঃ স বৈ
বিধূয় সাত্মজো দোষান্ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান প্রভুঃ। ৯৪।

বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়।

দাসীপুত্র কক্ষীবান ভ্রাতার সহিত তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকাঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যা শূদ্রাস্তথৈবচ

হরিবংশ, ২৯ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮ অঃ। বায়ুপুরাণ, ৯২ অঃ।

ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পুত্র শুনক। তাঁর কোন পুত্র ব্রাহ্মণ কোন পুত্র ক্ষত্রিয় কোন পুত্র বৈশ্য—কোন পুত্র শূদ্র হয়েছিল।

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ
এতেহঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

হরিবংশ, ২৯ অঃ। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮ অঃ।

ভার্গব বংশীয় অঙ্গিরসেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র সন্তান ছিল।

মনোরিক্ষ্বাকুনৃগধৃষ্টশর্য্যাতিনরিষ্যন্তপ্রাংশুনাভাগ-
নেদিষ্টকরুষপৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।
করুষাৎ কারুষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, প্রথম অধ্যায়।

মনুর পুত্র—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ট, করুষ ও পৃষধ্র।

এদের মধ্যে করুষের পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হয়—নেদিষ্ট পুত্র বৈশ্য হয় এবং পৃষধ্র শূদ্র হয়। (গুরুর গোহত্যা করে ইনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন)।

ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ * * *
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ।

ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ১৪—১৮ শ্লোক।

ক্ষত্রিয় ঋষভের কতকগুলি পুত্র ব্রাহ্মণ কতকগুলি ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঐ সব শাস্ত্রীয় ইতিহাস হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সনাতনী-দের পূর্ব্বোক্ত মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সনাতন শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ—
মাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণ—
মাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র—

সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী —ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণে যায় এবং অধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণে অধঃপতিত হয়।

তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ

মনুও বলেন—যুগে যুগে এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে।

অথচ সনাতনীরা তা মানেন না। তা হলে দেখুন, তাঁরা কেমন সনাতন ধর্ম্ম পালন করেন। নিজেদের মনগড়া কপোলকল্পিত বস্তুকে তাঁরা সনাতন ধর্ম্ম নাম দিতে চান। যে তা না মানে, সে হয় নাস্তিক।

প্রাচীনকালে গুণগত বিভাগ ছিল। সে জন্য কারো মনে কোন প্রকার ক্ষোভ ছিল না। শূদ্র জানতো—তার যোগ্যতার অভাব হেতুই সে নিম্ন শ্রেণীতে—কোনরূপ অবিচার হেতু নয়। সে জানতো তার যোগ্যতা হলে' সেও এই জীবনেই এক দিন উচ্চতর শ্রেণীতে যেতে পারবে। এই আশায় দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করতো।

ব্রাহ্মণাদির মনেও নীচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতো, সেজন্য তাঁরা সব সময় সতর্কতার সহিত নিজ যোগ্যতা রক্ষা এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকতেন।

এইভাবে পরস্পরের প্রতিযোগিতায় সমগ্র সমাজ উন্নত হত।

কিন্তু যেদিন প্রাচীন কালের ঐ গুণগত বিভাগ নষ্ট করে' স্বার্থান্বেষীর দল জন্মগত বিভাগ প্রবর্ত্তন করলো—সেদিন এই প্রতিযোগিতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

শূদ্র যখন দেখলো এই সমাজে অধ্যবসায়ের পুরস্কার নাই, পরিশ্রমের মূল্য পাওয়া যায় না, তখন হতাশ্বাস হয়ে সে হাল ছেড়ে দিল।

পারিশ্রমিক না পেলে পরিশ্রম করে কে।
সংসারে এমন নিষ্কাম কর্ম্মী কয় জন আছে?

ব্রাহ্মণ যখন দেখলো—আত্মত্যাগ বিনাই আত্মত্যাগের সম্মান পাওয়া যায়, তখন আর আত্মত্যাগের প্রয়োজন কি? যে জিনিষ বিনামূল্যে পাওয়া যায় তার জন্য মূল্য দেয় এমন মূর্খ কে আছে?

এইভাবে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেরই অধঃপতন হল। এবং সমাজও রসাতলে গেল।

কোনও স্কুলে যদি প্রমোশন বন্ধ হয়ে যায়, পূর্ণ যোগ্যতা থাকলেও যদি নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র উচ্চ শ্রেণীতে যেতে না পারে—সে স্কুলের অবস্থা কি হয়?

হিন্দুস্কুলে প্রমোশন বন্ধ হয়ে গেছে! এ স্কুলে ওঠা নামা নাই।

পাগলের স্কুল ভেবে দলে দলে ছাত্র স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে—মুসলমান-খৃষ্টানের স্কুলে যাচ্ছে। সেখানে প্রযোশন আছে—ওঠা নামা আছে।

৬০ কোটী ছাত্র ছিল এখন দাঁড়িয়েছে ২৪ কোটীতে, এখনও স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের চোখ খুলে নি!

ব্রাহ্মণ

[১]

আজ কাল দেখি দেশে এক অদ্ভুত হাওয়া বয়েছে, কেউ আর ব্রাহ্মণ মানতে চায় না। রাস্তায় ঘাটে, যেখানে সেখানে, যার তার মুখে শুনি—ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় না।

রাস্তা ঘাটের লোকের কথা কানে নিতাম না, কিন্তু সেদিন যখন আমার নিজের গ্রামে—যেখানে ছেলে বেলা হতে দেবতার পূজা পেয়ে এসেছি—সেই সেখানের এক গোপালক সন্তান, দুদিন কলকাতা ঘুরে এসে কথায় কথায় আমার মুখের উপর বলে' বস্‌ল—ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় না—তখন ক্রোধে শরীর জ্বলে' উঠল—মনে হল, তার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি দিই—কিন্তু নানাকারণে সে প্রবৃত্তি দমন করতে হল।

নিতান্ত মর্ম্মদগ্ধ হয়ে বাড়ী ফিরছি—এমন সময় রাস্তায় একটি ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি সামান্য—নিত্য নিয়তই হয়ত সংসারে ঘটে, কিন্তু তার থেকে যা শিক্ষা পেলাম, তা সামান্য নয়।

কোনও প্রতিবেশী ক্ষেতে শাক বুনেছিল; পাছে শাক বীজগুলি কাক বা অন্য কোনও পাখীতে খেয়ে দেয়, সেই ভয়ে একটা খড়ের মানুষ (যাকে আমরা বলি 'কাক তাড়ুয়া') তৈরী করে ক্ষেতের মাঝখানে খাড়া করে দিয়েছিল।

দেখলাম ক্ষেতের চারধারে কয়েকটা কাক জুটেছে, কিন্তু ক্ষেতে নামতে সাহস করছে না। হঠাৎ দেখি, একটা কাক সোঁ করে' সেই খড়ের মানুষের মাথার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। আবার একটু পরেই ঠিক তেম্‌নি করে' উড়ে এল। তারপর আর একটা কাক ঠিক তেম্‌নি করল। তার দেখা দেখি আর একটা কাক।

কিছু পরে একটা কাক, বোধ হয় সেই প্রথমটা, সেই রকম উড়ে যেতে যেতে খড়ের মানুষের মাথার উপর একবার ঠোকর দিয়ে গেল। ফের উড়ে

ফিরবার সময়ও তেম্‌নি করল। এই রকম ভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা কাক সেই খড়ের মানুষটার মাথার উপরে বসল। বসেই 'কা' 'কা' ক'রে মহা চীৎকার সুরু করে' দিল। তখন আরও কয়েকটা কাক—কেউ সেই খড়ের মানুষের মাথায়, কেউ ঘাড়ে, কেউ হাতের উপর বস্‌ল। তার উপর যথেষ্ট খোঁচাখুঁচিও আরম্ভ করল।

আমার চোখের সামনে থেকে এক কালো যবনিকা সরে' গেল। আমি দেখতে পেলাম এই খড়ের মানুষে ও আমায় কোনও তফাৎ নাই। ও যেমন মানুষ—আমিও তেমনি ব্রাহ্মণ! ওই "কাক তাড়ুয়া" মানুষের বেশ ধরে বহুকাল কাক তাড়িয়েছে, কিন্তু আজ আর পারছে না। কাকেরা চতুর হয়েছে—কাক তাড়ুয়ার ভড়ং দেখে' আর ভুল্‌ছে না।

আমিও কাক তাড়ুয়া ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বেশ ধরে' কাকরূপী শূদ্রকে বহুকাল ঠকিয়েছি—কিন্তু আজ আর পার্‌ছি না। অন্তঃসারহীন বুঝতে পেরে তারা আমার মাথায় চড়েছে। অপমান বিদ্রূপের আর কিছু বাকী রাখছে না।

ক্ষোভে, অপমানে, অভিমানে চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়তে লাগল। মনে হল—এখনি বিশ্বামিত্রের মত দারুণ তপস্যা সুরু করি—সেই ব্রাহ্মণ হই, যে ব্রাহ্মণ জগতের গুরু, ত্রিলোকের পূজনীয়। স্বয়ং ভগবান যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন গৌরবে বক্ষে ধারণ করেন।

বাড়ী ফিরলাম। পড়বার ঘরে গেলাম, লাইব্রেরীতে কয়েকখানা সংস্কৃত বই (বাংলা অনুবাদ সহ) ছিল, তার একখানা টেনে নিলাম—দেখি মনু-সংহিতা। ব্রাহ্মণ কে? কি তার কর্ম্ম—কোন গুণ থাক্‌লে ব্রাহ্মণ হয় এই সমস্যার সমাধান চাই।

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস! ক্ষতের উপর লবণ নিক্ষেপ! প্রথমেই চোখে পড়ল—

'যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ'। সেই 'খড়ের মানুষ', সেই কাক তাড়ুয়ার কথা! যে শিক্ষা রাস্তায় পেলাম—সেই শিক্ষাই মনুসংহিতায়।

মনু রেখে দিলাম, নিলাম ভগবদগীতা,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম।

অন্তর ও বাহিরের সকল ইন্দ্রিয়কে বশে আনা, স্বধর্ম্মাচরণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করা, বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র রাখা, অপকার করলেও প্রত্যপকার না করা, মন প্রাণ সরল করা, কর্ম্ম ও ব্রহ্মসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জ্জন করা, কর্ম্ম অনুষ্ঠান ও ব্রহ্ম উপলব্ধি করা, বেদ, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করা; এই সমস্ত ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। অর্থাৎ অগ্নির স্বভাব যেমন দগ্ধ করা—ব্রাহ্মণের স্বভাব তেমনি এই সব কর্ম্ম করা।

নিরাশ হ'য়ে ভগবদগীতা রেখে' দিলাম। খুললাম ভাগবত।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, শুচিতা, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বর-পরায়ণতা এবং সত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

এর একটিও আমার মধ্যে আছে কি? ভাগবত রেখে দিলাম—নিলাম মহাভারত।

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে পরার্থে যস্য জীবিতং

অহোরাত্রং চরেৎ কাস্তিং স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

যার জীবন ধর্ম্মের জন্য, যার জীবন পরের জন্য, যে দিনরাত কল্যাণ কর্ম্ম করে, সে-ই ব্রাহ্মণ!

সে আর যে-ই হোক, আমি নই। আর এক জায়গায় দেখি—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র, অনিষ্ঠুরতা, তপস্যা এবং করুণা, যাঁর মধ্যে; তিনি ব্রাহ্মণ!

নাই নাই! এর কোনটাই নাই!

অন্য এক জায়গায় দেখি—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ

মাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতীক্ষানসূয়া

যজ্ঞশ্চ দানং চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ

ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বারটি ব্রত।

বারটি! সংখ্যা দেখেই নিবৃত্ত হলাম। একেবারে নিরাশ হয়ে পড়লাম! কি কঠিন! ব্রাহ্মণ হওয়া কি কঠিন! এ ব্রাহ্মণ কোথায় আছে? কোথায় গেলে' এ ব্রাহ্মণ পাব?

হঠাৎ মনে জাগলো—আচ্ছা এ ব্রাহ্মণ কি কখনো ভারতে ছিল? তৎক্ষণাৎ কে যেন আমায় সজোরে চাবুক মারল, কে যেন বল্ল—অবিশ্বাসী! এতই অধঃপতন হয়েছে, এখন বিশ্বাস পর্য্যন্ত কর্‌তে পার না, যে, ভারতে এমন ব্রাহ্মণ ছিল!

পুরাণের কথা না হয় গল্প বলে' অবিশ্বাস কর্‌তে পারিস, রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান না হয় কবি-কল্পনা বলে' উড়িয়ে দিতে পারিস, কিন্তু ওই যে সেদিন তোদেরই বাংলার মাটীতে জন্ম নিল—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ;—তাদের জীবনও কি কাহিনী বলে' অবিশ্বাস করবি? তাদের জীবন কি ভগবদ্গীতা ভাগবত ও মহাভারতের ঐ সব শ্লোকের জীবন্ত মূর্ত্তি নয়। আর--আজ? আজও ব্রাহ্মণ রয়েছে—এই ভারতেই ব্রাহ্মণ রয়েছে—ওরে অন্ধ! তোদের চোখের সামনেই রয়েছে! যাঁর জীবন ধর্ম্মের জন্য—যাঁর জীবন পরের জন্য—যিনি দিনরাত কল্যাণকর্ম্ম করেন—সকল ইন্দ্রিয়কে যিনি বশে এনেছেন—অহিংসাই যাঁর জীবনের মূল মন্ত্র, জীবের প্রতি করুণায় যাঁর প্রাণ ভরপূর, শুচিতা, সরলতার যিনি প্রতিমূর্ত্তি, ক্ষমায় যিনি অদ্বিতীয়—ওই সেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব—কটিবাস-পরিহিত ব্রাহ্মণ—গান্ধী।

কিন্তু না! তা তোরা স্বীকার করবি না। সে তোদের কাছে 'বেনের ছেলে' মাত্র।

ব্রাহ্মণ

[২]

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

মনু—২ অধ্যায়।

"এই দেশের ব্রাহ্মণের কাছ হ'তে জগতের সকল মানব সদাচার শিক্ষা করুক। ব্রাহ্মণের পদমূলে বসে' ব্রাহ্মণের জীবনের অনুকরণে নিজ নিজ জীবন গঠন করুক।"

আজ যদি কোন ব্রাহ্মণ এ কথা বলেন—ব্রাহ্মণেতব জাতিরা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, আর যদি কোন ব্রাহ্মণেতব জাতি একথা বলে—ব্রাহ্মণেরা ভাববেন—তাঁদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে।

এমন শোচনীয় পরিবর্ত্তন কেমন করে' হ'ল?

মহর্ষি মনুর নিষেধ বাণী অমান্য ক'রেই কি এই অবস্থা?
মনু বলেছিলেন—

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদপমানস্য সর্ব্বদা।

মনু—২ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ সম্মানেব আকাঙ্ক্ষা একেবারে বর্জ্জন করবে। বিষকে যেমন লোকে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ত্যাগ করে' তেমনি করে' ব্রাহ্মণ সম্মানকে ত্যাগ করবে।

কি কঠিন! কি দুরূহ ব্যাপার!

অতুল ধন সম্পত্তির মোহ যে জীর্ণ বস্ত্রের মত তাচ্ছিল্যভরে ত্যাগ করেছে, সেও সম্মানের জন্য লালায়িত। মানুষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, কিন্তু ঐ শেষ অবলম্বনটিকে ত্যাগ করতে পারে না।

ব্রাহ্মণের সেই শেষ অবলম্বনও ত্যাগ করতে হবে—বিষের মত ত্যাগ করতে হবে।

মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব ? কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—আরও ভীষণ—ভয়ঙ্কর অগ্নি পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু সম্মানকে বিষের মত ত্যাগ করলেই চলবে না—অপমানকে বরণ করে' নিতে হবে। অমৃতকে যেমন লোকে হর্ষে ব্যাকুল হয়ে', উল্লাসে অধীর হয়ে' গ্রহণ করে, অপমানকে তেমনি করে' তাকে গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের সাধ্যের বাইরে যা, মানুষের কল্পনারও অতীত যা—তাই সাধন করবে ব্রাহ্মণ। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ দেবতা। ভূলোকের পূজনীয়—ভূদেব।

এই ব্রাহ্মণের কাছেই তো আচার শিখতে হয়। এই ব্রাহ্মণের জীবনই ত অনুকরণ করতে হয়।

তাই জগতের সকল দেশের সকল মানব আকুল হয়ে ছুটে আসতো—তাঁর কাছে।

যেদিন মনুর এই সাবধান-বাণী ব্রাহ্মণ ভুললো—যেদিন মনুর এই সুধাভাণ্ড পদদলিত করে' মোহগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ওই সম্মানের জন্য—ওই বিষের জন্য লালায়িত হল—সেই দিনই তার সর্ব্বনাশ হল। হল এই শোচনীয় অধঃপতন।

ব্রাহ্মণের অধঃপতন যদি ব্রাহ্মণের মধ্যেই পর্য্যবসিত হত—ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ যদি ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো—তবে জগতের এত ক্ষতি হত না।

কিন্তু হায়! তাই কি হয় ?

তরীর কাণ্ডারী যে—শত শত যাত্রীর জীবন-মরণ যার উপর নির্ভর করছে—সেই কাণ্ডারী যখন মোহগ্রস্ত হয়, তখন—

অকূল পাথারে তরী ডোবে। একের দোষে শত নির্দ্দোষের প্রাণ যায়।

ব্রাহ্মণের পতনে সমগ্র আর্য্যজাতির পতন। ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশে সমস্ত হিন্দুর সর্ব্বনাশ।

যে অটল, অচল, দুর্ভেদ্য, পর্ব্বতশিখরে সুন্দর, সুরম্য, অট্টালিকা অযুত বৎসর ধরে' জগতের শিরোভূষণের মত শোভা পেত—

সেই পর্ব্বত বিচলিত ও অট্টালিকা ভূমিস্মাৎ হল।

———:০:———

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র

ব্রাহ্মণ শব্দের অন্য এক প্রতিশব্দ ব্রহ্ম। বৃহ ধাতু হ'তে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি—এর অর্থ হচ্ছে বিরাট। বিরাট যাঁর মন, বিরাট যাঁর হৃদয়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

"জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে, পরার্থে যস্য জীবিতং"

যাঁর জীবন ধর্ম্মের জন্য, যাঁর জীবন পরের জন্য, তিনি তো যথার্থই বিরাট।

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা"

সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র, অনৃশংসতা, তপস্যা ও করুণা যাঁর মধ্যে, তিনিই তো বিরাট।

বালক ব্রাহ্মণ জাবালকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—সৌম্য, তোমার গোত্র কি ?

জাবাল উত্তর করলেন—

নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি। ছান্দোগ্য—৪ প্রপাঠক।

প্রভু, আমার গোত্র কি জানি না—জননীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি বল্লেন, যৌবনে পরিচারিণীরূপে যখন আমি বহু ব্যক্তির পরিচর্য্যা করতাম সেই সময় তোমায় লাভ করি—তোমার গোত্র কি, তা জানি না—আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম।"

গুরু, আমি (অজ্ঞাতগোত্র) সত্যকাম জাবাল।

নিজের জন্মের এত বড় কলঙ্ক এমন অম্লানবদনে, কেবলমাত্র সত্যের খাতিরে যিনি বলতে পারেন, তাঁর চেয়ে বিরাট আর কে আছে ?

ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করেছিলেন। একটি নয়, দুইটি নয়, একশত পুত্রকে যে হত্যা করেছে, সেই প্রাণাধিক-শতপুত্রের হত্যাকারীকেও ক্ষমা করেছিলেন

এই তো বিরাট। এই তো মহৎ।

আর ব্রাহ্মণ দয়ানন্দ? ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের আখ্যানকে হয়ত কবিকল্পনা মনে করতে পার, কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসকে তো আর কল্পনা বলে' অস্বীকার করতে পার না। যে ভয়ঙ্কর বিষে তাঁর প্রাণ নষ্ট হ'ল, সেই বিষ প্রয়োগ করেছে যে, সেই তাকেও জেনে' শুনে' তিনি ক্ষমা করলেন। শুধু কি তাই। বিষের যন্ত্রনায় প্রাণ জ্বলে' যাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; তাঁর বিষপ্রয়োগকারী শত্রুর বিপদ ভেবেই তিনি আকুল! পাছে তাঁর ভক্তেরা জানতে পেরে' তার কোনরূপ অনিষ্ট করে—পাছে তাঁর জন্য অন্য আর একটী জীবন নষ্ট হয়, এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির!

শেষে সেই বিষপ্রয়োগকারী পরমশত্রুকে পবমস্নেহে কাছে ডেকে' বল্লেন—"ভাই, তুমি এই অর্থ নাও, নিয়ে সত্বর এদেশ ছেড়ে চলে' যাও—আমার ভক্তেরা জানতে পারলে তোমার মহা বিপদ হবে। তুমি যাও, শীঘ্র চলে যাও।"

এই তো ক্ষমা এই তো চরিত্র! এই তো করুণা! একেই বলি' বিরাট! একেই বলি' মহৎ!

ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র তপস্যা করেছিলেন—তপস্যাব মত তপস্যা, যে-তপস্যায ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হয, যে-তপস্যায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উপরেও নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ বা বিবাট।

আর আমাদের বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, পতিতপাবন, প্রেমের অবতার, গৌরনিতাই—

যাঁদের জীবন ধর্ম্মের জন্য, যাঁদের জীবন পরের জন্য, সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র, করুণার যাঁরা আধার; সেই অপূর্ব্ব পরশমণি,—যাঁদের স্পর্শে এসে যবনও ব্রাহ্মণ হয়, পাপীও ধার্ম্মিক হয়; সেই নিরুপম প্রেমের নির্ঝর,—যাঁদের আঘাত করলে প্রেমের বন্যা ছুটে; সেই মহাদানী,—অনুপম 'দীধিতি'র জ্যোতিও ম্লান করে' দেয়, এমন অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকেও করুণায়, অম্লানবদনে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেন যাঁরা, তাঁরাই ব্রাহ্মণ—তাঁরাই বিরাট।

এই তো গেল ব্রাহ্মণ; এখন শূদ্র কে?

ক্ষুদ্র অর্থাৎ ছোট এই শব্দ হ'তে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি।

প্রাণ যার ক্ষুদ্র, মন যার ক্ষুদ্র, হৃদয় যার ক্ষুদ্র—কর্ম্ম যার ক্ষুদ্র—সে-ই শূদ্র।

"পরিচর্য্যাত্মকং কার্য্যং শূদ্রস্যাপি বিনিশ্চিতম্"

গীতা।

যার কর্ম্ম দাসত্ব—উদরের জন্য যে নিজ স্বাধীনতা বিক্রয় করেছে—সে-ই শূদ্র বা ক্ষুদ্র।

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।

ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

যে অত্যন্ত লোভী—যার বিন্দুমাত্র সংযম নাই; উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে যে-কোনও খাদ্যের দ্বারা যে উদর পূর্ত্তি করে—সেই উদর পূর্ত্তির জন্য, ন্যায় অন্যায়, শ্রেয় হেয়, জঘন্য কর্ম্মের বিচার করে না, যে অশুচি, অপবিত্র—যে বেদ ত্যাগ করেছে—সদাচারভ্রষ্ট সে-ই শূদ্র!

এরা ক্ষুদ্র, এরা নিকৃষ্ট; কিন্তু তাই বলে' এদের উপর খারাপ ব্যবহার করা শুধু অন্যায় নয়—পাপ—মহাপাপ!

বেদে ঋষি প্রার্থনা করেছেন—

রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজস্বু নস্কৃধি

রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্।

যজুর্ব্বেদ—১৮ অ, ৪৮ মং।

* ব্রাহ্মণের প্রতি ভালবাসা দাও, ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভালবাসা দাও—বৈশ্যের প্রতি ভালবাসা দাও, শূদ্রের প্রতি ভালবাসা দাও। আমাদের পরস্পরের, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দাও।

ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট হ'লেও শূদ্র আমাদের ভালবাসার পাত্র।

প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ।

যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্ব্বস্মৈ চ বিপশ্যতে।

অথর্ব্ববেদ—১৯ কাং, ৪ অ, ৩২ সূ।

---

* ভাষাতত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মত।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু, প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে।

অথর্ব্ববেদ—১৯ কাং, ৭ অ, ৬২ সূ।

আমাকে ব্রাহ্মণের প্রিয় কর, ক্ষত্রিয়ের প্রিয় কর, বৈশ্য এবং শূদ্রের প্রিয় কর। জগতের যেখানে যা দেখি, সকলের প্রিয় কর।

শূদ্র জঘন্য হলেও তার প্রতি ভাল ব্যবহার করে' তারও প্রিয় হতে' হবে।

উত দেবা অব হিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ॥

ঋগ্বেদ—৮ অষ্ট, ৭ অ, ২৫ বর্গ। অথর্ব্ব—৪ কাং, ৩ অ, ১৩ সূ।

হে বিদ্বানগণ! হে ব্রাহ্মণগণ! পতিত যে, তাকে তুলে নাও—অবনত যে, তাকে উন্নত কর! কলুষিত যে, তাকে পবিত্র কর—পাপে মৃতপ্রায় যে, তাকে নূতন জীবন দাও।

শূদ্রগণ পতিত, অবনত, নিকৃষ্ট, পাপী; কিন্তু তাদের ঘৃণা করবে না—অবহেলা করবে না; সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জ্যেষ্ঠ যেমন স্নেহভরে, হাত ধরে' পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে' তাকে ধর্ম্মপথে নিয়ে যাবে, সেই জন্যই ব্রাহ্মণ বিরাট!—মহৎ।

মহাভারত বলছেন—ব্রাহ্মণেরাই অবনত হয়ে' শূদ্র হয়েছে—

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

যারা হিংসাপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, লোভী, যারা নির্ব্বিচারে ন্যায় অন্যায়, শ্রেয় হেয়, জঘন্য কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে—শৌচপরিভ্রষ্ট অপবিত্র যারা, সেই ব্রাহ্মণেরা শূদ্র হয়ে' গেছে।

শাস্ত্রমতে আমরা আজ আর ব্রাহ্মণ নই! শূদ্র হয়ে' গেছি! বিরাট ছিলাম—মহৎ ছিলাম—ক্ষুদ্র হয়ে' গেছি।

এখনও যদি অন্যায় দাবী করে' ব্রাহ্মণের আসনেই থাকতে চাই—তবে কথামালা-কথিত ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের যে অবস্থা হয়েছিল আমাদেরও সেই অবস্থা হবে!

ব্রাহ্মণ কে ?

ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় কিনা— এই নিয়ে' আজ তর্ক বেধেছে। অথচ বহুকাল পূর্ব্বেই আমাদের দেশে এই তর্কের মীমাংসা হয়েছিল। সামবেদীয়—"বজ্রসূচিকোপনিষদে" তার অন্যতম সাক্ষ্য রয়েছে।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি—কো বা ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ, কিং দেহঃ, কিং জাতিঃ, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি।

তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেক-দেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ, একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসম্ভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ। জরামরণধর্ম্মাদিসাম্যদর্শনাদ্, ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষ-সম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যান্তরজন্তুষনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি; ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াং, শশপৃষ্ঠাদ্ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাং, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যেতে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োপি পরমার্থদর্শিনোভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধ-সঞ্চিতাগামিকর্ম্মসাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্য-দাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম।

যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি-সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পা-ধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দ-স্বভাবমপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমা-দিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিরস্পৃষ্ট-চেতা বর্ত্তত এব মুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে-তিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণ। এর মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। বেদ এইরূপ বলে, স্মৃতিতেও এইরূপ বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে? আত্মা ব্রাহ্মণ, অথবা দেহ ব্রাহ্মণ? জাতি ব্রাহ্মণ কিংবা জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? কর্ম্ম ব্রাহ্মণ অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ?

প্রথমেই বিচার করা যাক—আত্মা ব্রাহ্মণ কিনা? না, তা নয়। কারণ—অতীতে ও ভবিষ্যতে অনেক প্রকারের দেহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও আত্মা সব সময় একরূপই থাকে। একই আত্মা কর্ম্মবশে নানা দেহ ধারণ করে, কিন্তু তার স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। স্বরূপ একই থাকে। অতএব আত্মা ব্রাহ্মণ নয়।

তবে কি দেহ ব্রাহ্মণ? তাও নয়। চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল মানবেরি একই পাঞ্চভৌতিক উপাদানে একরূপ দেহই সৃষ্টি হয়। সকল প্রাণের দেহেরি জরা মরণাদি ধর্ম্ম একপ্রকার। ব্রাহ্মণের দেহ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের

রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। আবার দেহকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করলে মৃত পিতার দেহের দাহ-কালে পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের সম্ভাবনা। সুতরাং দেহও ব্রাহ্মণ নয়।

তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? না তাও নয়। অন্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ ক'রেও অনেকেই মহর্ষি হয়ে' গেছেন। মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ জ'ন্মেছিলেন—কৌশিক কুশ হতে' জ'ন্মেছিলেন—জাম্বুক মুনি জম্বুক হতে', বাল্মীকি বল্মীক হতে'—ব্যাসদেব কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে, গৌতম শশের পৃষ্ঠ হতে', বশিষ্ঠ উর্ব্বশী হতে' এবং অগস্ত্য কলস হতে' জ'ন্মেছিলেন বলে' শোনা যায়। এঁরা এবং আরও অনেকে ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম গ্রহণ না ক'রেও জ্ঞানপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ হতে' পারে না।

তবে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? না তাও নয়। ক্ষত্রিয়াদির মধ্যেও পরমার্থদর্শী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনেক আছেন। সুতরাং জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নয়।

তবে কি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ? না তাও নয়। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী, এই তিন প্রকারের কর্ম্ম সকল মনুষ্যেরি আছে। সকল মনুষ্যই কর্ম্মের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে সংসারে কার্য্য করে, সুতরাং কর্ম্মও ব্রাহ্মণ নয়।

তবে কি ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ? না তাও নয়। কারণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যেও সুবর্ণদানকারী বহু ব্যক্তি আছে। (ক্ষত্রিয়াদির মধ্যেও সুবর্ণাদি দানের দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করে' বহুব্যক্তি ধার্ম্মিক বলে' গণ্য হয়েছে) অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নয়।

তবে ব্রাহ্মণ কে?

জাতিগুণক্রিয়াহীন অদ্বিতীয়, ছয়প্রকারভাববিকারাদি-সর্ব্বদোষরহিত, সত্যজ্ঞানানন্দময়, অনন্ত, নির্ব্বিকল্পস্বরূপ, (অথচ) সর্ব্বকল্পের আধার, সর্ব্ব-জীবের অন্তর্যামী, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র আকাশবৎ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, অখণ্ডানন্দস্বভাব, অপ্রমেয়, একমাত্র অনুভবের দ্বারা জ্ঞাতব্য, **পরমাত্মাকে** যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষরূপে দৃশ্যমান, করতলগত আমলক ফলের মত সাক্ষাৎ করে' কৃতার্থ হ'য়েছেন এবং সেই কৃতার্থতার ফলে যাঁর কামরাগাদিদোষ দূর হয়েছে—মাৎসর্য্য, তৃষ্ণা, আশা ও মোহাদি নষ্ট হয়েছে—চিত্ত দম্ভ অহংকারাদি শূন্য হয়েছে,—শমদমাদিসম্পন্ন, মুক্তলক্ষণ, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদির এই-ই অভিপ্রায়, অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব।

শূদ্রান্নভোজন শাস্ত্রসম্মত

কলিকালে কোন্ কোন্ আচার বর্জ্জনীয়, 'নির্ণয়সিন্ধু' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের পূর্ব্বভাগে তার একটা তালিকা আছে। সেই সব বর্জ্জনীয় আচারের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গৃহে শূদ্রের পাচকবৃত্তি অন্যতম।

ব্রাহ্মণাদিষু চ শূদ্রস্য পচনাদিক্রিয়াপি চ

নির্ণয়সিন্ধু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"কলিকালে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্র পাচকবৃত্তি করতে পারবে না।"
আদিত্য পুরাণেও দেখ্তে পাই, কলিতে বর্জ্জনীয় আচারের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্রের পাচকবৃত্তিকেও ধরা হয়েছে।

* * ব্রাহ্মণাদিষু চ শূদ্রস্য পক্তাদিক্রিয়াপি চ
* * এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ * *
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি * *

"কলিকালে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্রের পাচকবৃত্তি চলবে না।"

এর থেকে কি প্রমাণ হয়? এর থেকে এই প্রমাণ হয়, যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্র পাচকবৃত্তি করতো এবং সেটা শাস্ত্রসঙ্গত ছিল।

তার প্রমাণ অন্যত্রও আমরা পাই—

আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ
অধিকমহরহঃ কেশশ্মশ্রুনখবাপনমুদকস্পর্শনঞ্চ সহ বাসসা॥

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র—প্রঃ ২। পট ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪—৬।

"আর্য্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গৃহে তাঁদের তত্ত্বাবধানে থেকে' শূদ্র তাঁদের জন্য রন্ধনাদি করবে।

ব্রাহ্মণাদি, তার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। তাঁরা নিয়ম মত তার নখ কেশ শ্মশ্রু আদি মুণ্ডনের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রতিদিন যাতে সে তার বস্ত্রসমেত উত্তমরূপে স্নান করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের ঐ প্রপাঠকে এ বিষয় বিশদরূপে লেখা আছে।

এ অংশ পড়লে আমাদের কাছে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অন্নগ্রহণ বিষয়ে কেবল পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেই লক্ষ্য রাখতেন, বর্ণ বা জাতি বিচার করতেন না।

আর আজ আমরা তাঁদের বংশধরেরা করি ঠিক তার বিপরীত। আমরা করি' বর্ণ বা জাতি বিচার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখি না। শূদ্র যতই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হোক না কেন তার অন্ন আমাদের অভক্ষ্য, অস্পৃশ্য। আর অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন ব্রাহ্মণের অন্নও আমাদেব পরমতৃপ্তি উৎপাদন করে।

সাধারণের ধারণা, অন্ন গ্রহণ বিষয়ে আমরা এখন যেমন জাত বিচার করি' অনাদিকাল ধরে' আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঠিক তাই করেছেন, এই আমাদের সনাতন রীতি। আশা করি' ঐ সমস্ত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এবং ইতিহাস জেনে' তাঁদের সে ভুল ভাঙবে।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশ্বাসী হ'লে যে-কোনও জাতির অন্ন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভোজন করতেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়েছি; এখন বিশ্বাসী হ'লে যে, যে কোনও শূদ্রের অন্ন ভোজন করা যায়, তার প্রমাণ দিচ্ছি।

মনু বলছেন—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রং চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

মনু—৪ অঃ, ২৫৩ শ্লো।

শূদ্রদের মধ্যে উপরোক্তগণের পক্কান্ন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ভোজন করতে পারেন।

কুল্লূকভট্ট এখানে টীকাতে লিখছেন—

যো যস্য কৃষিং করোতি স তস্য ভোজ্যান্নঃ। এবং স্বকুলস্য মিত্রং, যো যস্য গোপালঃ, যো যস্য দাসঃ, যো যস্য নাপিতঃ কর্ম্ম করোতি, যো যস্মিন্নাত্মানং নিবেদয়তি দুর্গতিরহং ত্বদীয়সেবাং কুর্ব্বন্নিতি চ ত্বৎ সমীপে বসামীতি যঃ শূদ্রস্তস্য ভোজ্যান্নঃ॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা।

ব্যাস সংহিতা—১ অঃ।

"যেখানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে বেদই প্রমাণ। স্মৃতি ও পুরাণ অগ্রাহ্য। যেখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ, সেখানে স্মৃতিই প্রমাণ, পুরাণ অগ্রাহ্য।"

এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও মহাপুরাণের সঙ্গে উপপুরাণের বিরোধ উপস্থিত।

বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও মহাপুরাণ নাকচ করে' এখানে কি উপপুরাণই প্রমাণ হবে?

কেবলমাত্র ঐ তিন মহাপুরাণের সঙ্গেই যদি এই উপপুরাণের বিরোধ হ'ত তাহলেও এই উপপুরাণ নাকচ করে' ঐ তিন মহাপুরাণই প্রমাণ হ'ত।

আর এখানে এতগুলি স্মৃতির সঙ্গে ও সর্ব্বোপরি বেদ বেদাঙ্গের সঙ্গে বিরোধ করছে, এই এক উপপুরাণ।

এ যেন অসংখ্য সশস্ত্র ফৌজের বিরুদ্ধে ঢালতরোয়ালবিহীন, তালপাতার সেপাই '**নিধিরাম সর্দার**'।

কিন্তু সনাতনীরা তাঁদের ঐ পরমনিধি '**নিধিরাম**'কে আশ্রয় ক'রেই যুদ্ধ জয় করতে চান!

বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘ (?)

বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘের কথা কিছুকাল যাবৎ খুব শোনা যাচ্ছে, প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম এঁরা বুঝি সংস্কারপন্থী নব্যদল। পরে জানলাম এঁরা তা নন। এঁরা হচ্ছেন তাঁরা—যাঁরা বর্ণও মানেন না, আশ্রমও মানেন না এবং স্বরাজ্যের জন্যও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না।

কথাটা শুনে' হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্য হবেন। বর্ণও মানেন না, আশ্রমও মানেন না এবং স্বরাজ্যের জন্য চেষ্টা করেন না, অথচ বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘ নাম হ'ল কেমন করে'? এ কথার উত্তর সোজা—কাণা ছেলের নাম পদ্ম-লোচন! সংসারে এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নামের সঙ্গে মিল থাকে কয়জনের? কয়জন জনকজননী সন্তানের রূপগুণ অনুযায়ী নাম রাখেন? কাজেই বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘের নামকরণকারীদেরও দোষ দেওয়া যায় না।

হয়ত প্রশ্ন উঠ্‌বে—বর্ণ বা আশ্রম মানেন না এবং স্বরাজ্যের জন্য চেষ্টা করেন না, একথা বলেন কেমন করে'?

এর উত্তর না দিলেও চলে। কারণ তা সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং করছেন।

কোথায় তাঁদের চার বর্ণ? আর কোথায় বা তাঁদের চার আশ্রম?

বর্ণ কি? যাস্কাচার্য্য বলেছেন—

বর্ণো বৃণোতেঃ ॥

নিরুক্ত, অঃ ২, খণ্ড ৩।

অর্থাৎ—

বর্ণীয়া বরীতুমর্হা গুণকর্ম্মাণি চ দৃষ্ট্বা যথাযোগ্যং ব্রিয়ন্তে যে তে বর্ণাঃ ॥

বরণ অর্থে বৃ ধাতু হ'তে বর্ণ শব্দের উৎপত্তি। গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা যারা বরণীয়—গুণ ও কর্ম্ম দেখে' যাদের যথাযোগ্য ভাবে বরণ করা হয়, অর্থাৎ বেছে' নেওয়া হয়, তারা বর্ণ। এরই প্রতিধ্বনি ভগবদ্গীতায়—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ॥

প্রকৃতিগত গুণ দেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের কর্ম্মবিভাগ করা হয়েছে। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারাই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

শুক্রনীতিতে একথা আরও স্পষ্টভাবে আছে,

ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ॥

"জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না—ক্ষত্রিয় হয় না, বৈশ্য হয় না, শূদ্র হয় না, এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত জাতির দ্বারা হয় না—গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই এই সব নির্ণয় হয়, গুণ ও কর্ম্মগত এই ভেদ।"

দ্বিজত্ব যে জাতিগত নয়, সে কথা নিম্নে বর্ণিত আখ্যানে অতি জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন—

রাজন কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি, প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্॥

যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে তু বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ॥
ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভির্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
চণ্ডালোপি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণো যক্ষপুঙ্গব॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, অ ৩১১।

যক্ষ—হে রাজন্, বংশের দ্বারা, সদাচারের (বৈদিক ব্যবহারের) দ্বারা স্বাধ্যায় বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা—কিসের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য হয়, তা আমায় স্থির করে' বল।

যুধিষ্ঠির—হে যক্ষ, বংশ, স্বাধ্যায় বা পাণ্ডিত্য দ্বিজত্বের কারণ নয়—সদাচারই দ্বিজত্বের কারণ। এতে কোন সংশয় নাই।

বংশের দ্বারা, জাতির দ্বারা, কিম্বা ক্রিয়ার দ্বারা, ব্রাহ্মণ হয় না—সদাচার (বৈদিক ব্যবহার) সম্পন্ন চণ্ডাল কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁর মতই সর্ব্বজনমান্য। তাঁর ঐ উল্লিখিত উত্তর যে অভ্রান্ত (অন্ততঃ ভারতমান্য মহর্ষি ব্যাসদেবের মতে) সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যক্ষ প্রথমেই সর্ত্ত করেছিলেন তাঁর প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর হলে' তবে ভীমাদি চার পাণ্ডব প্রাণলাভ করবে, উত্তর যে অভ্রান্ত হয়েছিল তার প্রমাণ—ভীমাদির প্রাণলাভ।

মহাভারতের বনপর্ব্বে আর এক জায়গায় ঠিক অনুরূপ আর এক আখ্যান আছে।

অজগরবন্দী নহুষ রাজার 'ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে' এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন—

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।

শূদ্রকুলে জন্মালেই শূদ্র হয় না এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হয় না—যাঁর মধ্যে সদাচার (বৈদিক ব্যবহার) দেখা যায় তিনিই ব্রাহ্মণ। যার মধ্যে তা দেখা যায় না, সে-ই শূদ্র।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।

সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র, অনৃশংসতা, তপস্যা ও করুণা যার মধ্যে দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে,

সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ॥ ১৭৯ অ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলছেন—

উদ্দামপ্রবৃত্তিবশে মানবগণ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সর্ব্বদা সকল স্ত্রীলোকেই সন্তান উৎপাদন করে। সকলবর্ণই সঙ্কর। অতএব জাতিনির্ণয় অত্যন্ত সুকঠিন।

ধর্ম্মরাজ বড় কঠোর সত্যটি প্রকাশ করে' দিয়েছেন। এ কঠোর সত্যটি সংসারে কে না জানেন—তথাপি অস্মদাদির জাতির বিশুদ্ধতার গর্ব্বে উন্মত্ত হয়।

বর্ণ সম্বন্ধে ঐ গেল একমত। এখন আব এক মতেব কথা বলা যাক্।

এই মতে চতুর্বর্ণ বিভাগ, বর্ণ অর্থাৎ রং অনুযায়ী।

ব্রাহ্মণস্য সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

মহাভাবত—শান্তিপর্ব্ব।

"ব্রাহ্মণেব বর্ণ হবে সাদা, ক্ষত্রিয়েব লাল—বৈশ্যেব হলদে এবং শূদ্রেব কালো।"

যদি এই মতই সত্য বলে' মেনে' নেওয়া যায়, তবে প্রশ্ন এই যে, এই মত বা লক্ষণ অনুযায়ী চাব বর্ণ কি আজ মানা হয়?

শ্বেতবর্ণ যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে তো ইউবোপ ও আমেরিকাতেই যত ব্রাহ্মণের বাস। ক্ষত্রিয়ও সেখানেই (গুণে এবং রং এ)। চীন ও জাপানে বৈশ্য (রং এও এবং গুণেও) আর আফ্রিকা ও ভাবতবর্ষে যত শূদ্রেব বাস। (বাংলা দেশে তো নিশ্চয়ই) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিচর্য্যাত্মকং কার্য্যং শূদ্রস্যাপি বিনিশ্চিতম।

"শূদ্রের কাজ পরিচর্য্যা, দাসত্ব।" সমস্ত ভাবতই তো আজ দাস।

এখন যাঁরা মনে কবেন—বর্ণভেদ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বিভাগ গুণগত নয়, রং গত নয়, বংশগত বিভাগ, তাঁহাদেব মত অনুযায়ী বিচাব কবা যাক্।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ১০ অঃ।

মনু বলছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ এক-জাতি শূদ্র। পঞ্চম নাই। *

---

* মনুও জাতি পরিবর্ত্তন স্বীকার কবেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ ১০ অঃ।

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেব সন্তানেরও এইরূপ জাতি পরিবর্ত্তন হয়।

এখন প্রশ্ন এই, যে, বর্ণ সম্বন্ধে মনুর এই অনুশাসন কি আজ মানা হচ্ছে ?

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলেছেন—

মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।

"মনুর বিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ।" অথচ মনুকে অগ্রাহ্য করে' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ বা চারি জাতির জায়গায়, মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুই জাতি (এবং সেই শূদ্রের মধ্যে আবার অসংখ্য জাতি) করা হ'ল কার মতে ? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, চিরকালের সনাতন রীতির বিরুদ্ধে সে মত প্রমাণ হয় কেমন করে ?

অসবর্ণ বিবাহ, শূদ্রের অন্ন গ্রহণ, বিধবা বিবাহ, এই সমস্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ করে' এসেছেন। আর আজ তা বন্ধ করেন কার হুকুমে ? কোন বেদ, কোন সংহিতার মতে ?

আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ এই সব নিষেধ করেছে। এই দুই পুরাণ কি বেদ বেদাঙ্গ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের উপর কলম চালাতে পারে ?

আদিত্যপুরাণ বলছে—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ

* * শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ

ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য * *

ব্রাহ্মণাদিষু চ শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপিচ।

* * এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভি

র্নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥

"অসবর্ণ বিবাহ, দাসগোপালাদিশূদ্রান্ন গ্রহণ—ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্রের পাচক-বৃত্তি, কলিযুগে চলবে না ॥" (এর থেকে প্রমাণ হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে সনাতনধর্ম্মমতে ব্রাহ্মণাদির গৃহে শূদ্র পাক করতো—অসবর্ণ বিবাহ হত।)

এখন প্রশ্ন এই, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি উল্টাবার ক্ষমতা পুরাণকে কে দিল ? কোন আর্য্য ঋষি ?

অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা স্বয়ং বেদব্যাস বলছেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।

বেদ স্মৃতিতে বিরোধ হলে' পুরাণ অগ্রাহ্য। স্মৃতিতে পুরাণে বিরোধ হলে' পুরাণ অগ্রাহ্য। অথচ বেদস্মৃতি উভয়ের সঙ্গে বিরোধ করে পুরাণ গ্রাহ্য হয় কেমন করে? এ কোন সনাতনশাস্ত্র মতে?

অষ্টাদশ পুরাণের বাইরে এই দুই উপপুরাণ, সমস্ত বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর স্থান লাভ করলো কোন সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মমতে।

এখন সুধীগণ বুঝুন সনাতনীরা কেমন শাস্ত্র মানেন? তাঁরা কেমন হিন্দু। তাঁরা বেদ মানেন না, স্মৃতি মানেন না, মানেন শুধু পুরাণ, তাও উপপুরাণ। কাজেই তাঁদের আর্য্য, হিন্দু সনাতনী বা বর্ণাশ্রমী না বলে' বলা উচিত—পৌরাণিক বা উপপৌরাণিক। তাঁরা নাকি এবার থেকে নিজেদের হিন্দু বলবেন না। ভাল, এতদিনে তাঁরা অন্তত একটা মিথ্যা দূর করলেন।

বেদাদি শাস্ত্রের উপরে উপপুরাণকে স্থান দিলে' আর হিন্দু থাকে কেমন করে'?

এই ত গেল বর্ণ। এখন দেখা যাক আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ধারাবাহিক চারটি আশ্রম। কোন সনাতনীর, কোন বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্যসঙ্ঘের মেম্বরের জীবন এই চার আশ্রমের মধ্য দিয়ে চলে? সারা ভারতে এমন একজনও আছেন কি?

তাহলে দেখুন, প্রাচীন বর্ণাশ্রম তাঁদের একেবারেই নাই।

অনেকে হয়ত বলবেন, বর্ণাশ্রম নাই, এটা ঠিক—তবে বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘ। অর্থাৎ কি না, প্রাচীন বর্ণাশ্রম ফিরিয়ে আনবার জন্য এই সঙ্ঘ।

মিথ্যা কথা। প্রাচীন বর্ণাশ্রম ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা এঁদের একেবারেই নাই। কারণ প্রাচীন বর্ণাশ্রম এলে' তার সঙ্গে অসবর্ণবিবাহ, শূদ্রান্নভোজন, বিধবা বিবাহ *, ইত্যাদি অনেক কিছুই আসবে, যা এঁদের কেউ চান না।

---

* আদিত্য পুরাণ বলছে—কলিতে বিবাহিতার পুনর্ব্বিবাহ হবে না। এই নিষেধ থেকে প্রমাণ হয়—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে বিধবা বিবাহাদি হ'ত।

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জেত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥
মাধবাচার্য্যধৃত আদিত্যপুরাণবচন।

তবে কেমন করে' এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বর্ণাশ্রম ফিরিয়ে আনবার জন্য এ সঙ্ঘ।

এখন র কী থাকে স্বরাজ্য। স্বরাজ্য শব্দের দেশপ্রসিদ্ধ অর্থ রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন। রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন এঁদের নাই। আর তার জন্য এঁরা যে কোন চেষ্টা করেছেন বা করছেন, এ প্রমাণ জগৎ এ পর্য্যন্ত পায় নি। সুতরাং সুধীগণ বিবেচনা করুন—বর্ণাশ্রমস্বরাজ্যসঙ্ঘ নাম—কাণা ছেলের পদ্মলোচন নামের তুল্য কিনা?

বৈষ্ণব *

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের পর নব অভ্যুদিত হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াস করেছিলেন—বৈষ্ণব আচার্য্যগণ। হিন্দুসমাজের জাতিগত বৈষম্য দুর করে' প্রেম ও সেবায় ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে' জগতের আপামর সকলের কাছে সেই ধর্ম্মের প্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

বৈষ্ণবশাস্ত্র আধুনিক জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছে।

ভাগবত বল্‌ছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।

৭ম স্কন্ধ, ১১শ অ, ৩২ শ্লো।

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। তদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশ্যেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যা।

ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্যতঃ শমাদিগুণের উপর। জাতিমাত্রের দ্বারা নয়। বর্ণের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করতে হবে।

---

* পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম
ভগবদ্ধর্ম্মনিরতাস্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ।

স্কন্দপুরাণ—মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদ।

* সমাত্মা সর্ব্বভূতেষু * * স হি বৈষ্ণব উচ্যতে। স্কন্দপুরাণ।

* * সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষে * * তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্।

বিষ্ণুপুরাণ—যমভটসংবাদ।

পরের দুঃখকে যিনি নিজের দুঃখ মনে করেন—সর্ব্বজীবে যিনি সমদর্শী—শত্রুমিত্র উভয়কেই যিনি সমান চক্ষে দেখেন—ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব।

র মধ্যে যে বর্ণের লক্ষণ দেখা যাবে, সে যে-জাতিই হোক না কেন—তাকে ই বর্ণ ব'লেই স্বীকার করতে হবে।

ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার যে জাতিমাত্রের দাস নয়—একথা বৈষ্ণব আচার্য্যগণ দের আচরণের দ্বারাও প্রমাণ করে' গেছেন।' উচ্চব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দ্বতাচার্য্য পিতৃশ্রাদ্ধসময়ে যবনকুলোৎপন্ন হরিদাসকেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে' ন করে' শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়ে ছিলেন। ব্রাহ্মণকুলতিলক শ্রীচৈতন্য ন হরিদাসের শব বহন ক'রেছিলেন।

হরিভক্তিপরায়ণ হ'লে অতি নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকেও বৈষ্ণব আচার্য্য-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিতেন। হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও দের নিকট অতি নিকৃষ্ট বলে' গণ্য হ'ত।

বৈষ্ণবশাস্ত্র বলছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড, ধ্রুবচরিত।

"কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি অন্ত্যজ, কি ম্লেচ্ছ, যিনি ভক্তিপরায়ণ—তিনিই শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ।"

শ্বপচোপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ।

নারদীয়পুরাণ—বামদেবরুক্মাঙ্গদসংবাদ।

"চণ্ডালবংশীয় ব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হ'লে দ্বিজবংশীয় ব্যক্তির অপেক্ষাও । বিষ্ণুভক্তিহীন যতিও চণ্ডালের অধম।"

সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।

দ্বারকামাহাত্ম্য—প্রহ্লাদবলিসংবাদ।

"হরিভক্ত সঙ্করজাতিও পবিত্র। হরিভক্তিহীন কুলীন ব্যক্তিও ম্লেচ্ছ-

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।

পদ্মপুরাণ—মাঘমাহাত্ম্য, দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদ।

"হরিভক্ত শূদ্র নয়—যে হরিভক্ত নয়, সে যে-কোনও জাতিই হোক না কেন, সে-ই শূদ্র।"

হরিভক্তিকেই বৈষ্ণবশাস্ত্রে সকল গুণের উপরে স্থান দিয়েছে। বৈষ্ণবমতে মানুষের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি হরিভক্তি না থাকে—তবে সে অতি নিকৃষ্ট।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।
ভাগবত, ৭ম স্ক, ৯ অ, ১০ শ্লো।

"হরিভক্তিহীন দ্বাদশ গুণযুক্ত † ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তি, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ-কারী চণ্ডাল হ'তেও অধম। ঐ হরিভক্ত চণ্ডাল নিজকুল পবিত্র করে। কিন্তু ঐ মানী ব্রাহ্মণ তা পাবে না।"

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥
হরিভক্তিবিলাস—১০ বিলাস।

"সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেছে যে, এমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিও হরিভক্তি-পরায়ণ না হ'লে ভগবানের প্রিয় হয় না। কিন্তু চণ্ডালবংশীয় ব্যক্তিও হরিভক্তিপরায়ণ হ'লে ভগবানের প্রিয় এবং ভগবানের মতই পূজ্য হয়।"

হরিভক্তিই যে মানবের সর্ব্বস্ব, হরিভক্তি না থাকলে যে মানবের সর্ব্বগুণ, সর্ব্বজ্ঞান ব্যর্থ হয়—ঐ সব শাস্ত্রীয় বচন থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয়।

---

* বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণ—মৃকণ্ডকোপাখ্যান।

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
পদ্মপুরাণ—মাঘমাহাত্ম্য, দেবদূতবিকুণ্ডলসংবাদ।

† ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।

এখন বৈষ্ণবের ঐ হরিভক্তি কি—সে কথা পরিষ্কার করা যাক্।

বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে ভগবান বল্‌ছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ করোত্যর্চ্চাবিড়ম্বনম্।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।

ভাগবত—৩ স্কন্ধ, ২৯ অ, ২১—২২ শ্লো।

"আমি সর্ব্বজীবে জীবাত্মারূপে সর্ব্বদা অবস্থান করি। সেই জীবরূপী আমাকে অবজ্ঞা করে' মানব কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমাপূজার দ্বারা আমায় উপহাস করে।

এই সর্ব্বজীবে অবস্থিত নারায়ণ আমাকে পরিত্যাগ করে' যে মূঢ়তাবশত কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমার পূজা করে—সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়—তার সমস্তই ব্যর্থ।"

বৈষ্ণবের কাছে জীবসেবাই হরির সেবা। জীবকে অবজ্ঞা করে', অবহেলা করে', হরিকে ভক্তি দেখান যায় না; হরির পূজা হয় না।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।

৩ স্কন্ধ—২৯ অ, ২৭ শ্লো।

ভগবান বল্‌ছেন—"যদি তোমরা আমার পূজা করতে চাও, তবে সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও। সকল জীবকে মিত্রের চক্ষে দেখ। জীবকে দান কর, জীবকে শ্রদ্ধা কর, সর্ব্বজীবের দেহদেবালয়েই আমার নিবাস।"

জীবকে দান করলেই হরিকে দান করা হয়—জীবকে শ্রদ্ধা করলেই হরিকে শ্রদ্ধা করা হয়। জীবে প্রেম—জীবে দান—জীবে শ্রদ্ধাই—হরিভক্তি, হরিপূজা। *

---

* কেমন করে' এই হরিপূজা আরম্ভ করতে হবে' সে সম্বন্ধে ভগবান বল্‌ছেন—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীং।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ১৬ ॥

এই প্রেম, সেবা ও বিশ্বমৈত্রীর ধর্ম্ম, দেশ-দেশান্তরে—দিক্-দিগন্তরে প্রচারিত হয়েছিল; দলিত লাঞ্ছিত, নিপীড়িতগণ এই ধর্ম্মকেই সোল্লাসে বরণ করেছিল! বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে—সমস্ত সভ্যজগতের দৃষ্টির অন্তরালে যে সব জাতি পশুপ্রায় জীবন যাপন করতো—এই ধর্ম্ম তাদের আশ্রয় দিয়েছে। এই ধর্ম্মের সংস্পর্শে এসে' আজ তারা সভ্য, সুশিক্ষিত, সংঘ হয়েছে।

যাদের ম্লেচ্ছ বলে' দূরে রাখা হয়েছিল—যাদের ছায়া স্পর্শেও হিন্দুর ধ নষ্ট হ'ত, সেই অন্যধর্ম্মাবলম্বী জাতিকেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দলে দলে দীক্ষা দিে গেছেন। আজ তারা হিন্দুসমাজে মিলিয়ে গেছে।

ভবিষ্যপুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের সেবক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অযোধ্যা, কাঞ্চী, হরিদ্বার, মথুরাদি নগরে গমন করে' সেখানের ম্লেচ্ছগণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দেন।

রামানন্দস্য শিষ্যো বৈ চাযোধ্যায়ামুপাগতঃ
কৃত্বা বিলোমং তং মন্ত্রং বৈষ্ণবাং স্তানকারয়ৎ।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

* * * *

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

ভাগবত—১১ স্কন্ধ, ২১ অ।

সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে আমি বিদ্যমান—যত দিন পর্য্যন্ত এই ভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ, ইত্যাদি প্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ, প্রণাম করবে। তুমি শ্রেষ্ঠ, তারা নিকৃষ্ট, এই অহঙ্কার চূর্ণ করে', আত্মীয় স্বজনের পরিহাস বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে', লজ্জাগ্লানি বিসর্জ্জন দিয়ে—কায়মনবাক্যে এই ভাবে আমার উপাসনা করতে হবে। সর্ব্বজীবে আমি বর্ত্তমান—কায়মনবাক্যে এই ভাব উপলব্ধির সাধনাই, সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ভালে ত্রিশূলং চিহ্নং চ শ্বেতরক্তং তদাভবৎ
কণ্ঠে চ তুলসীমালা জিহ্বা রামময়ী কৃতা।
ম্লেচ্ছাস্তে বৈষ্ণবাশ্চাসন্ রামানন্দপ্রভাবতঃ।

*　　*　　*　　*　　*

নিম্বাদিত্যো গতো ধীমান সশিষ্যঃ কাঞ্চিকাং পুরীম্
ম্লেচ্ছযন্ত্রং রাজমার্গে স্থিতং তত্র দদর্শ হ।
বিলোমং স্বগুরোর্মন্ত্রং কৃত্বা তত্র স চাবসৎ
বংশপত্রসমা রেখা ললাটে কণ্ঠমালিকা
গোপীবল্লভমন্ত্রো হি মুখে তেষাং ররাজ হ।

প্রতিসর্গপর্ব্ব, চতুর্থখণ্ড, ২১ অ, ৫২—৫৭ শ্লো।

রামানন্দের শিষ্য অযোধ্যায় গেলেন এবং সেখানের ম্লেচ্ছদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। সেই সব নবদীক্ষিত ম্লেচ্ছের ললাটে শ্বেত ও রক্তবর্ণের ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত হ'ল। কণ্ঠে তুলসীর মাল্য শোভিত এবং জিহ্বায় রামনাম উচ্চারিত হ'ল। রামানন্দের প্রভাবে ম্লেচ্ছগণ বৈষ্ণব হ'ল।

নিম্বাদিত্যও কাঞ্চীপুরীর ম্লেচ্ছগণকে দীক্ষা দিলেন। নবদীক্ষিতের কণ্ঠে মাল্য, ললাটে বংশপত্রসম তিলকরেখা এবং মুখে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নাম।

এইরূপ বিষ্ণুস্বামী হরিদ্বারে, মধ্বাচার্য্য মথুরায়, রামানুজ তোতাদ্রীতে ও জয়দেব দ্বারকায় গিয়ে সেখানের ম্লেচ্ছগণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন।

এই যুগে বৈষ্ণবাচার্য্যগণই এই নব শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। এঁদের আবির্ভাব না হ'লে আজ হিন্দুর চিহ্ন পাওয়া যেতো কি না সন্দেহ।

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনা খশাদয়ঃ
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।

ভাগবত—২ স্কন্ধ, ৪ অ, ১৭ শ্লো।

"কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, ও খশাদি জাতিগণ এবং কর্ম্মত পাপিষ্ঠ অন্যান্য ব্যক্তিগণ, যে ভগবানের ভক্তমাত্রকেই

আশ্রয় করে' শুদ্ধি লাভ করে' থাকে—সেই সর্ব্বপ্রভাবশালী বিষ্ণুকে প্রণাম করি।"

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, শক, আভীর, যবন ইত্যাদি জাতি যে প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান পেয়েছে, সে কথা বৈষ্ণবাচার্য্যদের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মাবলম্বিকেই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিতেন।

ঐ দীক্ষার মূলে ছিল—জাতিবর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানবের প্রতি গভীর প্রেম। সকল মানবেরি ঐকান্তিক কল্যাণ কামনা।

বৈষ্ণব ভক্ত প্রার্থনা করেছেন—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং তদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।

ভাগবত—৭ স্কন্ধ, ৯ অ, ৪৪ শ্লো।

প্রায়ই দেখা যায় দেবগণ ও মুনিগণ নিজ নিজ মুক্তি কামনায় নির্জ্জনে তপস্যা করেন। নিজের জন্যেই তাঁদের সেই তপস্যা—পরের জন্য নয়।

এই সব আর্ত্ত, নিপীড়িত,—নিগৃহীতদের পরিত্যাগ করে' আমি একা মুক্তি চাই না।

ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎপরা-
মষ্টর্দ্ধিসিদ্ধিমপুনর্ভবং বা
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।

ভাগবত—৯ম স্কন্ধ, ২১ অ, ১২ শ্লো।

আমি অলৌকিক ক্ষমতা, অলৌকিক ঐশ্বর্য্য, স্বর্গসুখাদি কিছুই চাই না। এমন কি জীবের চরম কাম্য মুক্তিও আমি চাই না।

আমি চাই সকল জীবের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ। যতদিন পর্য্যন্ত শেষ জীবটিও মুক্তি লাভ না করে' ততদিন পর্য্যন্ত বার বার আমি এই সংসারে জন্মগ্রহণ

করতে চাই। বার বার এই ভাবে সকলের দুঃখ ক্লেশ বরণ করে' নিয়ে সকলকে সুখী করতে চাই।

এই বৈষ্ণব আদর্শ। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম! এই ধর্ম্মই হয়ত হিন্দুর সমাজ-সমস্যার সমাধান করতে পারতো—কিন্তু অতি অকালেই তার মৃত্যু ঘটেছে। আজ যা অবশিষ্ট আছে—সে তার—জীর্ণ—শুষ্ক—কঙ্কাল!

———:o:———